তারিখ 18 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

প্রথম আলো

বিদায় প্রিয় শিক্ষক

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মোকারম হোসেন

শুনেছি, সাধু-সন্তরা লোকালয় থেকে খানিকটা দূরেই থাকেন। কদাচ তাঁদের দেখা মেলে। এমনকি তাঁদের সাক্ষাৎ পাওয়াও রীতিমতো সৌভাগ্যের। কিন্তু এই নিষ্প্রাণ-নির্দয় শহরেই বছর বিশেক আগে সন্ধান পেয়েছিলাম একজন দেবতুল্য মানুষের। শিশুর সারল্যে বেঁচে থাকা এই মানুষটি আমার কাছে একজন মহান সাধু ছাড়া আর কিছুই নয়। যিনি একাধারে শিক্ষক, অভিভাবক, পিতা ও বন্ধুর সমতুল্য। এক জীবনে এমন দুর্লভ সমন্বয় সত্যিই বিরল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি আলো ছড়িয়েছেন। তৈরি করেছেন এক অনন্য ও অনবদ্য ধারা। ব্যতিক্রমীও বটে। মৌলভীবাজার জেলার পাথারিয়া পাহাড়ের অনিন্দ্য নিসর্গের কোলে বেড়ে ওঠা দ্বিজেন শর্মা শৈশবেই তাঁর গন্তব্য ঠিক করতে পেরেছিলেন। পাথারিয়ার ভূ-প্রকৃতিই একদা তাঁর কৈশোর-তারুণ্যের চোখে দুর্বার স্বপ্ন এঁকে দিয়েছিল। সে স্বপ্নই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত। লেখালেখির শুরুতে তাঁকে অসংখ্যবার সম্পাদকদের মুখে শুনতে হয়েছে, 'আবারও বৃক্ষবিষয়ক লেখা এনেছেন? এগুলো কেউ পড়ে?' কিন্তু দমে যাননি তিনি। অটুট রেখেছেন সাধনা।

উদারতা এবং ভালোবাসায় পূর্ণ দ্বিজেন শর্মার সান্নিধ্য যিনি একবার পেয়েছেন, তিনি আর সেখান থেকে ফিরতে পারেননি। ১৯৯৮ সালের এই সেপ্টেম্বর মাসেই বাবাকে হারিয়েছিলাম। কিন্তু স্যারের কাছে যখন প্রকৃতির বর্ণমালা শিখতে গিয়েছিলাম তখন অনুভব করেছি, তিনি শুধু শিক্ষকই নন, অভিভাবকও। আর সন্তানতুল্য শুধু আমিই নয়, এ দেশের বৃক্ষরাজিও। তাই তাঁর কাছে আমার এবং দেশের উদ্ভিদরাজিরও অপরিশোধ্য ঋণ। উদ্ভিদ যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জীবনের পরতে পরতে তার কী ভূমিকা, মানুষের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক, ফুলের সৌন্দর্য কীভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে—এ কথাগুলো সম্পূর্ণ নতুনভাবে তিনিই প্রথম শুনিয়েছেন। তা ছাড়া উদ্ভিদ যে শুধু বিজ্ঞানই নয়, সাহিত্যের সঙ্গেও তার সখ্য আছে—এটিও তিনিই আমাদের দেখিয়েছেন।

নির্মোহ, নিরহংকার জীবনযাপন করতেন তিনি। জাগতিক কোনো জটিলতা তাঁকে কখনো স্পর্শ করেনি। অল্পতেই তুষ্ট থাকা এই মানুষটি আমাদের দেখিয়েছেন এভাবেও মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা যায়। চাওয়া-পাওয়ার কোনো হিসাব কখনো করতে দেখিনি। ছিল না কোনো হাহাকার। ছোট-বড় সবার সঙ্গেই সমানভাবে মিশতে পারতেন। সম্ভাবনাময় তরুণদের লেখা পড়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতেন। তাঁদের উৎসাহ দিতেন। তাঁর মতো এত উদারতা নিয়ে অনুজপ্রতিমদের শেখাতে কাউকে দেখিনি। তরুণদের ভেতর আলোর কণা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

দ্বিজেন শর্মা

জীবনে অসংখ্য অনুসারী তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠরা এখন নিজেই একেকটি প্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে ড. আইনুন নিশাত এবং ড. রেজা খান উল্লেখযোগ্য। নেচার স্টাডি সোসাইটি অব বাংলাদেশ বা এনএসএসবির প্রতিষ্ঠাতা নটর ডেম কলেজের শিক্ষক মিজানুর রহমান অসংখ্য তরুণের চোখে প্রকৃতিপ্রেমের আলো জ্বালাতে সক্ষম হয়েছেন। ছাত্রদের মধ্যে মুকিত মজুমদার বাবু প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের কাছে প্রকৃতিপ্রেমের বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। এ ছাড়া বরিশাল বি এম কলেজ এবং ঢাকার নটর ডেম কলেজে দীর্ঘ সময় অধ্যাপনাকালে তৈরি করেছেন অনেক সফল ছাত্র।

মস্কোর প্রগতি প্রকাশন থেকে ফিরে এসে এশিয়াটিক সোসাইটিতে যখন বাংলাপিডিয়ার কাজ শুরু করেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। এ সময় শেখর রায়ও নিয়মিত আসতেন। এই নবীন নিসর্গীর অকালমৃত্যুতে খুব মর্মাহত হয়েছিলেন তিনি। প্রথমদিকে রমনা পার্ক হয়ে উঠেছিল আমাদের প্রকৃতিপাঠের স্কুল। প্রায় প্রতিদিন গাছ দেখা, ছবি তোলা এবং প্রয়োজনীয় নোট নেওয়া ছিল আমার কাজ। তারপর বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে বসে সেগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত করা হতো। প্রথম দিকের লেখাগুলো তিনি লাল কালিতে কেটেকুটে ভরিয়ে তুলতেন। সংশোধন করার পর লেখাটি আর আমার থাকত না। শেখালেন, কীভাবে লেখা নির্মেদ এবং হৃদয়গ্রাহী করতে হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে বের হয়ে তিনি চলে আসতেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান লাগোয়া তিন নেতার মাজারের গেটে। আমি আগেই সেখানে অপেক্ষা করতাম। বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাঘুরি শেষে আমরা রমনার ঘনায়মান সন্ধ্যার অপূর্ব শোভা উপভোগ করতাম। তিনি বলতেন, সন্ধ্যা নামার এই দৃশ্য বড়ই অলৌকিক মনে হয়। এটা মৌন সৌন্দর্য। শুধু চুপচাপ দেখতে হয়। আমরা দেখতাম রমনার তরুরাজি এবং ঝোপঝাড়ের ভেতর লুকিয়ে থাকা অন্ধকারগুলো ক্রমেই চারপাশের আলোকে গ্রাস করছে। তারপর ধীরে ধীরে আমরা বাড়ির পথ ধরতাম।

প্রায় ৫০ বছরের দীর্ঘ লেখালেখির জীবনে তিনি লিখেছেন কম। তবে যেটুকু লিখেছেন, তা হিরের টুকরোর মতো উজ্জ্বল ও খাঁটি। লেখালেখিতে তিনি এক অনবদ্য স্বকীয়তা তৈরি করেছেন। তাঁর লেখার স্বাদ এবং গন্ধ একেবারেই আলাদা। শব্দচয়ন এবং বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে বেশ সতর্ক ছিলেন। তিনি খুব দ্রুত লিখতে পারতেন না। বেশ সময় নিয়ে তৈরি করতেন লেখা। তারপর ঘষামাজা করে তবেই ছাড়তেন। সবকিছু বাদ দিলেও একমাত্র শ্যামলি নিসর্গই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে অনন্তকাল।

প্রায়ই বলতেন, এসব লেখালেখি করে তেমন কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শুধু কিছু লোকজন আমাকে চিনতে পেরেছে, এটুকুই। কিন্তু তিনি বুঝতেই পারেননি, নিজের অজান্তে এ দেশে কতটা বিপ্লব ঘটিয়েছেন। দেশের অসংখ্য লোক তাঁকে অনুসরণ করে, গভীরভাবে ভালোবাসে। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের কল্যাণে কাজ করে। তবে বিশ্বাস করতেন, শুধু লেখালেখি করে প্রকৃতি ঠিক রাখা যাবে না। কাজ করতে হবে মাঠেঘাটে। তাই প্রতিষ্ঠা করলেন তরুপল্লব। গত প্রায় এক দশকে এই সংগঠন থেকে প্রকৃতি সংরক্ষণমূলক অনেক কাজে যুক্ত ছিলেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুর্লভ প্রজাতির গাছের চারা সংগ্রহ করে বিভিন্ন সংরক্ষিত বাগানে রোপণ করেছিলেন। তৈরি করেছিলেন একাধিক বাগান।

এই লেখা লিখতে গিয়ে বারবার চোখের জলে ভেসেছি। বাবাকে হারিয়ে যে মানুষটির কাছে আশ্রয় পেয়েছিলাম, তিনিও চলে গেলেন। আর কখনো আমাকে ফোন করে বলবেন না, 'মোকারম, কাগজ-কলম সঙ্গে আছে? লেখো...।' অথবা, 'তুমি কি অফিসে আছো? আমি আসছি...।' ১৫ তারিখ ভোরে স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউর মনিটরে শেষ আলোর বিন্দুগুলো যখন একটি একটি করে নিভে আসছিল, তখনো মনে হয়নি তিনি সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছেন। এমন মানবিক উদার ও সচেতন মানুষটি কেন যাবেন? তিনি কি আর কটা বছর থাকতে পারেন না? আসলে তিনি যাচ্ছেন আমাদের কাছে অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন বলেই। কিন্তু নির্বোধ আমরা তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

● মোকারম হোসেন: প্রকৃতি ও পরিবেশবিষয়ক লেখক, সাধারণ সম্পাদক—তরুপল্লব।
tarupallab@gmail.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................
তারিখ.................
বিভাগ
ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর